দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 JUL 2010 ......
পৃষ্ঠা ২/১৫ কলাম ... ৬ ......

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী শিগগিরই শুরু

এখন পাচ্ছে ৪৮ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রী
এবার পাবে আরও ৩০ লাখ

তালুকদার হারুন

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর অধীনে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী শিগগিরই চালু করতে যাচ্ছে সরকার। এ বছর এই কর্মসূচীর আওতায় দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩০ লাখ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

এই কর্মসূচীর আওতায়, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮ লাখ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করে আসছে সরকার। এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে মাসে ১০০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০০২ সালের ১ জুলাই শুরু হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ মোতাহার হোসেন দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আর্থিক সহায়তা

পৃঃ ১৫ কঃ [illegible]

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরেপড়ার হার রোধে এই কর্মসূচীর আওতায় সহায়তা দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, এই কর্মসূচী শিক্ষাচক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধি, শিশুশ্রম রোধ ও দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। জানা গেছে, এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা ব্যতীত সকল ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দারিদ্র্য মানচিত্র অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হতে অনুমোদিত ও সংশোধিত প্রকল্প দলিলে প্রদত্ত সংস্থান মোতাবেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। উপবৃত্তি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুরুপা ব্যাংক, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার, প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটি কাজ করবে।

প্রকল্প এলাকা : প্রকল্প এলাকা বলতে বুঝাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অস্থায়ী রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি অনুদানে এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর।

দরিদ্র পরিবারের সংজ্ঞা : দরিদ্র পরিবার বলতে বুঝাবে দুস্থ, বিধবা মহিলার পরিবার, দিনমজুর, অসচ্ছল চাকরিজীবী, অসচ্ছল পেশাজীবী যেমন- জেলে, কুমার, কামার তাঁতী, মুচি। ভূমিহীন অর্থাৎ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিক, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর পরিবার ও অসচ্ছল উপজাতি ছাত্রছাত্রীর পরিবার।

ছাত্রছাত্রী বাছাই : প্রধান শিক্ষক স্কুলের পরিচালনা কমিটির সহায়তায় মানদণ্ড অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী বাছাই করে তালিকা প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা সহকারী উপজেলা কর্মকর্তা যাচাই করবেন এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তা অনুমোদন করবেন।

উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্ত : তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে মাসে কমপক্ষে ৮৫ কার্যদিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় ওই মাসে ওইসব ছাত্রছাত্রীরা উপবৃত্তি পাবে না। তবে পাহাড়ি ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৭৫ কার্যদিবস হলেই হবে। তালিকাভুক্ত প্রথম শ্রেণী ব্যতিত সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। তবে পাহাড়ি ও প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা ৩৩ শতাংশ নম্বর পেলেই হবে।